ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonants)

উচ্চারণ-স্থান (Place of Articulation) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

- ওষ্ঠ্য (Labial)
  - দ্বি-ওষ্ঠ্য/বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial)
  - দন্তৌষ্ঠ্য (Denti-labial or Labio-dental)
- জিহ্বাপ্রান্তীয় (Apical)
  - দন্ত্য (Dental)
  - দন্তমূলীয় (Apico-Alveolar)
  - উত্তর-দন্তমূলীয় (Apico-Post-alveolar)
  - প্রতিবেষ্টিত / মূর্ধন্য (Apico-Retroflex/Cerebral)
- জিহ্বাফলকীয় তালু-দন্তমূলীয় (Laminal Palato-alveolar)
- সম্মুখ-জিহ্ব তালব্য (Front-lingual Palatal)
- পশ্চাৎ-জিহ্ব (Dorsal)
  - মৃদুতালব্য (Dorso-Velar)
  - অলিজিহ্ব (Dorso-Uvular)
- জিহ্বামূলীয় উর্ধ্বকণ্ঠ্য (Radico-Pharyngeal)
- স্বরতন্ত্রীয় (Glottal/Laryngeal)

Scanned by CamScanner

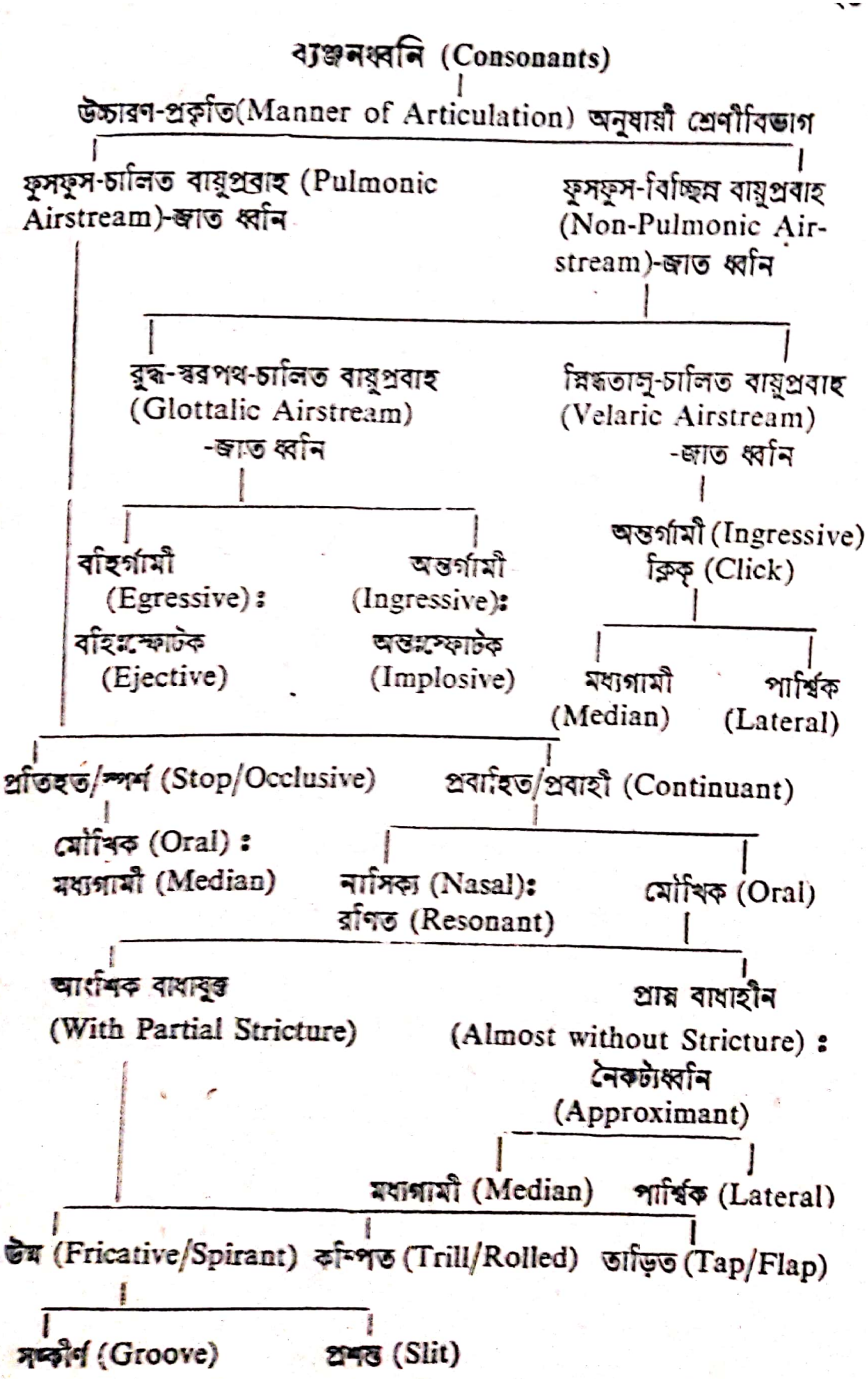

Scanned by CamScanner

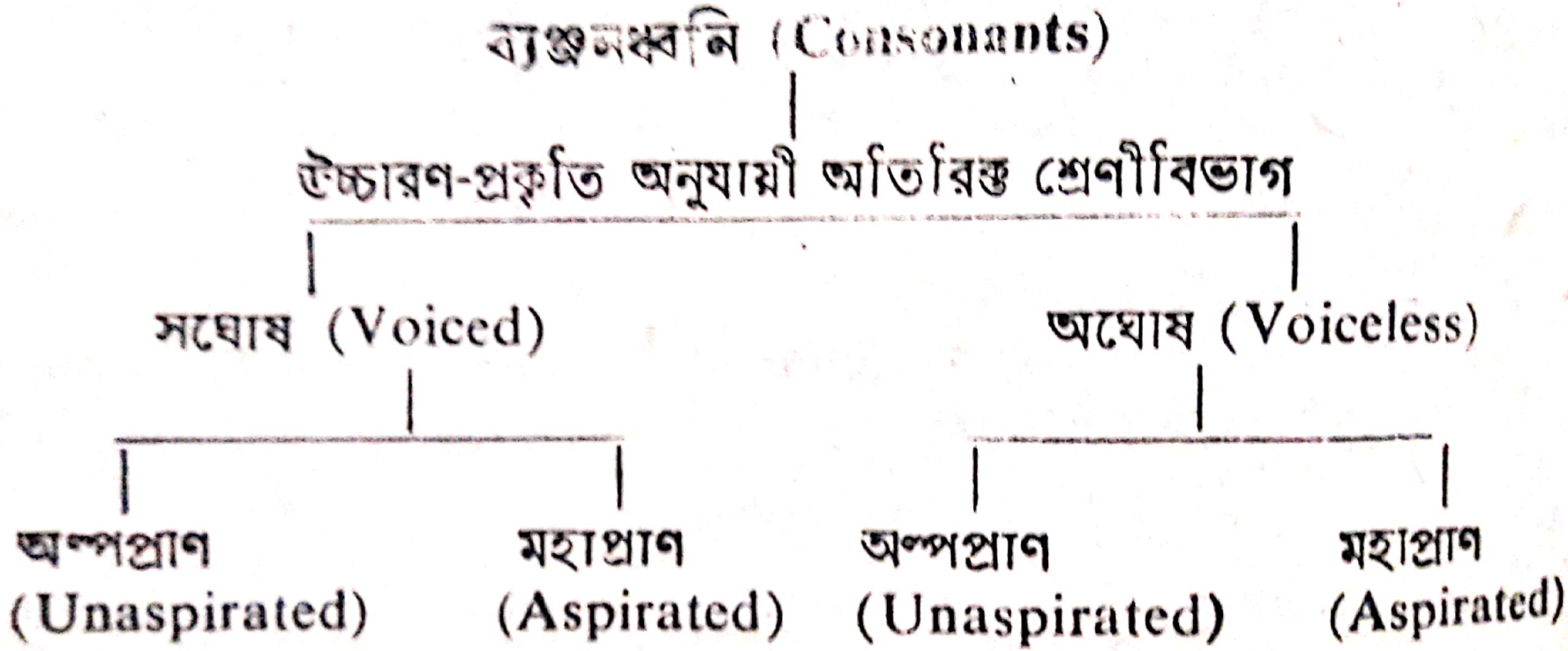

Scanned by CamScanner

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ : উচ্চারণ-স্থানগুলি উপরের ওষ্ঠ, উপরের দাঁত, তালু প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের অংশ। প্রচলিত রীতিতে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের এই বিভিন্ন অংশ অনুসারে ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। কিন্তু আমরা জানি, ধ্বনি উচ্চারণে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের ভূমিকা প্রায় নিষ্ক্রিয়। এইজন্য ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারককে নিষ্ক্রিয় উচ্চারক (passive articulator) বলে। এ ব্যাপারে যথার্থ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নিম্নস্থ উচ্চারক, অর্থাৎ নীচের ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদি। এইজন্য নিম্নস্থ উচ্চারককে সক্রিয় উচ্চারক (active articulator) বলে। নিম্নস্থ উচ্চারকের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় যে জিহ্বা, তাকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করেছি—জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (tip/apex), জিহ্বাফলক বা জিহ্বার পাতলা অংশ (blade/lamina), জিহ্বার সম্মুখ-ভাগ (front) এবং জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ (back/dorsum)। এর মধ্যে জিহ্বার শেষ পশ্চাৎ অংশকে জিহ্বামূল (Root of the tongue) বলে নির্ণয় করা হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে, ধ্বনির শ্রেণীগত পার্থক্য শুধু ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের বিভিন্ন অংশের অর্থাৎ শুধু উচ্চারণ-স্থানের উপরে নির্ভর করে না, ধ্বনির শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টিতে নিম্নস্থ উচ্চারকের বিভিন্ন অংশের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। জিহ্বার সম্মুখ-ভাগ দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে ধ্বনি জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ দিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না। সুতরাং ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণ-প্রক্রিয়া বোঝাতে হলে উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জন-ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করার সময় বিভিন্ন ধরনের ধ্বনির উচ্চারণে নিম্নস্থ উচ্চারকের কোন্ অংশ ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের কোন্ অংশকে স্পর্শ করে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি ১১ নং চিত্র

Scanned by CamScanner

ওষ্ঠ্য ধ্বনি (Labial Sound) ঃ নীচের ওষ্ঠ দ্বারা উপরের ওষ্ঠে বা দন্তে শ্বাসবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ওষ্ঠ্য (Labial) ধ্বনি বলে। ওষ্ঠ্য ধ্বনি দু'রকমের ঃ দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bi-labial or Labio-labial) এবং দন্তৌষ্ঠ্য (Denti-labial or Labio-dental) ধ্বনি। নীচের ওষ্ঠ (অধর) ও উপরের ওষ্ঠ শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে **দ্বি-ওষ্ঠ্য বা বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য** (Bi-labial or Labio-labial) ধ্বনি বলে। যেমন ঃ—বাংলা প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, / p p^h b b^h m /; এইভাবে হিন্দী ও সংস্কৃত প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ / p b^h b b m /; ইংরেজী / p b m /; জার্মান / p b m /; ফরাসী p b m / ইত্যাদি। আবার নীচের ওষ্ঠ (অধর) উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে **দন্তৌষ্ঠ্য** ধ্বনি (Denti-labial or Labio-dental Sound) বলে। এই ধ্বনি বাংলায় নেই। ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষার / f v / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

জিহ্বাপ্রান্ত বা জিহ্বাশিখরের (Apex/Tip of the tongue) সাহায্যে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে **জিহ্বাপ্রান্তীয় বা জিহ্বাশিখরীয় (Apical)** ধ্বনি বলে। শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান অনুসারে জিহ্বাপ্রান্তীয় ধ্বনির চারটি প্রকারভেদ নির্ণয় করা হয় ঃ—দন্ত্য, দন্তমূলীয়, উত্তর-দন্তমূলীয় ও প্রতিবেষ্টিত।

দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound) ঃ জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (Apex/Tip of the tongue) উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে দন্ত্য ধ্বনি (Dental Sound) বা জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্ত্য বা জিহ্বা-শিখরীয়-দন্ত্য ধ্বনি (Apico-Dental Sound) বলে। বাংলা ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, (স্) / t t^h d d^h (s) /; হিন্দী ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, স্ / t t^h d d^h s /; সংস্কৃত ভাষার ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, স্ / t t^h d d^h n s /; ইংরেজী ভাষার / θ ð /; ফরাসী ভাষার / t d n s z / ধ্বনি এই শ্রেণীর নিদর্শন।

দন্তমূলীয় ধ্বনি (Alveolar Sound) ঃ জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত (Apex) দন্তমূলে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেওয়ার ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিকে বলে **দন্তমূলীয় ধ্বনি** (Alveolar or Gingival Sound) বা

Scanned by CamScanner

জিহ্বাপ্রান্তীয়-দন্তমূলীয় ধ্বনি (Apico-alveolar Sound)। যেমন—বাংলা ও হিন্দী ভাষার র্, ল্, ন্, / r l n / ; ইংরেজী ভাষার / t d l n / ; জার্মান ভাষার / t d l n r s z /। জিহ্বাপ্রান্ত যদি দন্তমূলের পশ্চাৎ-দিকের শেষ অংশ অর্থাৎ শক্ততালুর (Hard Patale) কাছাকাছি অংশ স্পর্শ করে তবে **উত্তর-দন্তমূলীয় (Post-alveolar)** বা জিহ্বাপ্রান্তীয় উত্তর-দন্তমূলীয় (Apico-post-alveolar) ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ইংরেজী ভাষার / r / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে। এছাড়া ইংরেজী / t / যখন / r /-এর পূর্বে উচ্চারিত হয় তখন তা উত্তর-দন্তমূলীয় ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন—fast running বা mistrust-এর /t/ ধ্বনি। কোনো-কোনো ভাষায় জিহ্বার পাতলা অংশ বা জিহ্বাফলক (Lamina / Blade of the tongue) দিয়ে দন্তমূলে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে দন্তমূলীয় ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। এগুলিকে জিহ্বাফলকীয়-দন্তমূলীয় বা সহজ কথায় জিহ্বার পাতলা অংশ ও দন্তমূল থেকে উচ্চারিত ধ্বনি (Blade-alveolar or Lamino-alveolar Sound) বলে। উদাহরণ—ইংরেজী / s z /। জার্মান ভাষায় / t d / ধ্বনি যখন জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং বাংলার ট্ ড্ ধ্বনির মতো শোনায়, তখন এগুলি উত্তর-দন্তমূলীয় (Post-alveolar) ধ্বনি হয়ে যায়।

প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি / মূর্ধন্য ধ্বনি (Retroflex / Cerebral Sound) : জিহ্বার সম্মুখ-প্রান্ত অর্থাৎ জিহ্বাশিখর (Apex / tip of the tongue) শক্ততালুতে (Hard Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধা দিলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত প্রতিবেষ্টিত (Retroflex) ধ্বনি বলা হয়। Retroflexion-এর অর্থ পশ্চাৎ-দিকে বেঁকে যাওয়া। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের অগ্রভাগ গোল হয়ে বেঁকে যায় এবং জিভের সম্মুখ-প্রান্ত উপরে উঠে পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে ঘুরে যায় বলে একে Retroflex or Inverted ধ্বনি বলে। জিহ্বার এই রকম অবস্থানের ফলে শ্বাসবায়ু জিহ্বার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায় বলে বাংলায় একে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে। পাশ্চাত্ত্য ধ্বনিবিজ্ঞানীরা উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই Retroflex নামটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী : "Phonetically 'retroflex' or 'retroverted' more adequately describes these sounds which are distinguished from the dentals in that the tip of the tongue is turned back to the roof of the mouth."[৬] কিন্তু Retroflextion ও প্রতিবেষ্টন বলতে

Scanned by CamScanner

শ্বাসবায়ুর বাধার স্থান বোঝায় না, বাধার প্রকৃতিই বোঝায়। সুতরাং Retroflex ও প্রতিবেষ্টিত নামটি উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ধ্বনির যে শ্রেণী-বিভাগ তাতে ব্যবহার করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়; উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগে শ্বাসবায়ুর বাধার স্থানটি লক্ষ্য করে সেই স্থান অনুযায়ী নামকরণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সেদিক থেকে এই শ্রেণীর আগেকার নাম 'মূর্ধন্য ধ্বনি'ই (Cerebral/Cacuminal Sound) গ্রহণীয়। আসল মূর্ধন্য ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান হল শক্ততালুর (Hard Palate) পিছন দিকের শেষপ্রান্ত বা শক্ততালু ও নরমতালুর (Soft Palate) মধ্যবর্তী অংশ। এটি শক্ততালুর সর্বোচ্চ অংশ, অংশটি খিলেনের মতো গোল, একে Dome বলে; এইজন্যে এখান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে Domal Sound-ও বলে। সংস্কৃতে তালুর এই সর্বোচ্চ অংশটিকেই 'মূর্ধা' বলা হত। এই জন্যে ঠিক এখান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকেই মূর্ধন্য ধ্বনি বলা উচিত। জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্তের (Apex/tip of the tongue) সাহায্যে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলে একে জিহ্বাপ্রান্তীয় মূর্ধন্য (Apico-Cerebral / Apico-Cacuminal / Apico-Domal) ধ্বনি বলে। ঠিক মূর্ধা থেকে উচ্চারিত বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ধ্বনি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় শোনা যায়। সংস্কৃত ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্ / ʈ ʈʰ ɖ ɖʰ ɳ ʂ / ধ্বনিও মূর্ধন্য ধ্বনি। কিন্তু বাংলা ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ় /ʈ ʈʰ ɖ ɖʰ ɽ ɽʰ/ সাধারণত মূর্ধন্য ধ্বনি বলে পরিচিত হলেও, সূক্ষ্ম বিচারে এগুলি তালুর সর্বোচ্চ স্থান Dome বা মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হয় না, শক্ততালুর অগ্রভাগ প্রাক্-শক্ততালু (Pre-Palate) থেকে উচ্চারিত হয়। এইজন্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলিকে উত্তর-দন্তমূলীয় ('Supra-alveolar') বা অগ্রবর্তী প্রতিবেষ্টিত ('Forward or Pre-retroflex') ধ্বনি বলেছেন।[৭] সুতরাং বাংলার এই ধ্বনিগুলিকে প্রাক্-শক্ততালব্য (Apico-Prepalatal) ধ্বনি বলা উচিত। বাংলার এই ধ্বনিগুলি তালুর সামনে থেকে উচ্চারিত হয় বলে এগুলির উচ্চারণের সময় জিভ গোল হয়ে পিছন দিকে বেশী উল্টেও যায় না, অর্থাৎ জিভের retroflexion তেমন হয় না; তাই বাংলার এই ধ্বনিগুলিকে ঠিক Retroflex Sound বলা যায় না। সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির মধ্যে মূর্ধন্য ণ (ণ্য / ণ) / ɳ /-এর উচ্চারণ বাংলায় নেই, এটি বাংলায় দন্ত্য 'ন' / n /-এর মতোই উচ্চারিত হয়। তবে বাংলার ২টি নিজস্ব প্রাক্-শক্ততালব্য ধ্বনি

Scanned by CamScanner

আছে, যা সংস্কৃতে ছিল না। সে দু'টি হল ড় / ɽ /, ঢ় / ɽʰ /। অবশ্য বাংলা ঢ়-এর উচ্চারণ অধিকাংশ সময় ড়-এরই মতো। হিন্দী ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, (ষ), ড়, ঢ় /ʈ ʈʰ ɖ ɖʰ ɳ ʂ ɽ ɽʰ/ধ্বনিও শক্ততালুর সম্মুখ-ভাগ থেকে উচ্চারিত হয়। ফরাসী ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। জার্মান ও ইংরেজী ভাষাতেও মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। তবে ঐ দুই ভাষার দন্তমূলীয় (Alveolar) ধ্বনি / t d /-এর উচ্চারণ অনেকটা বাংলার প্রাক্-শক্ততালব্য ধ্বনি ট, ড ধ্বনির মতো।

তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি (Palato-Alveolar Sound) : সম্মুখ-জিহ্বার পাতলা অংশ (জিহ্বা-ফলক=Lamina/Blade of the tongue) যখন শক্ততালু (Hard Palate) ও দন্তমূল (Alveolae/Teeth-ridge) দুই-ই স্পর্শ করে অথবা দু'য়ের সংযোগস্থল স্পর্শ করে তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে তালু-দন্তমূলীয় (Palato-Alveolar) বা জিহ্বাফলকীয়-তালুদন্তমূলীয় (Laminal Palato-Alveolar) ধ্বনি বলে। বাংলা চ, ছ, জ, ঝ, শ, য় /cʃ cʃʰ ɟʒ ɟʒʰ ʃ ɛ̆ /; হিন্দী চ, ছ, জ, ঝ, (শ), য় / cʃ cʃʰ ɟʒ ɟʒʰ (ʃ) j/ ; ইংরেজী/ tʃ dʒ ʃ ʒ / ; জার্মান / ʃ ʒ / ; ফরাসী / ʃ ʒ ɲ j/ ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound) : জিহ্বার সম্মুখ-ভাগ (Front of the tongue) যখন শক্ততালুতে (Hard Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে কোনো ধ্বনি সৃষ্টি করে তখন সেই ধ্বনিকে তালব্য ধ্বনি (Palatal Sound) বা সম্মুখজিহ্ব-তালব্য ধ্বনি (Front-lingual-Palatal Sound) বলে। সংস্কৃত চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য় / cʃ cʃʰ ɟʒ ɟʒʰ ɲ j / এবং ইংরেজী ও জার্মান ভাষার / j / ধ্বনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

স্নিগ্ধতালব্য / কণ্ঠ্য ধ্বনি (Velar / Guttural Sound) : জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ (Dorsum/Back of the tongue) দিয়ে দু'প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হয় : স্নিগ্ধতালব্য (Velar) ও অলিজিহ্ব (Uvular)। জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ (Back of the Tongue or Dorsum) তালুর পশ্চাৎ-দিকের নরম অংশ বা স্নিগ্ধতালুতে (Velum/Soft Palate) শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে স্নিগ্ধতালব্য (Velar) ধ্বনি বা পশ্চাজিহ্ব-স্নিগ্ধতালব্য (Dorso-Velar) ধ্বনি বলা হয়'। বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ক, খ, গ, ঘ, ঙ /k kʰ g gʰ ŋ / ; হিন্দীর অপ্রধান ধ্বনি (x), (ɣ) ; ইংরেজী ভাষার /k g ŋ/ : জার্মান ভাষার /k g ŋ x/ ; ফরাসী ভাষার /k g/ ধ্বনি এই

Scanned by CamScanner

শ্রেণীর উদাহরণ। বাংলায় সাধারণত এগুলিকে কণ্ঠ্য (guttural) ধ্বনি বলা হলেও এগুলি সূক্ষ্মবিচারে ঠিক কণ্ঠ্যধ্বনি নয়, কারণ এগুলি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় না, এগুলি স্নিগ্ধতালু অর্থাৎ তালুর পশ্চাৎ-ভাগ থেকে উচ্চারিত হয়।

অলিজিহ্ব ধ্বনি (Uvular Sound) : জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগের (Back of the tongue) শেষ প্রান্তকে জিহ্বামূল (Root of the tongue) বলে। এই জিহ্বামূল যখন স্নিগ্ধতালুর শেষপ্রান্তস্থ অলিজিহ্বাতে অর্থাৎ আলজিভে (Uvula) শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন অলিজিহ্ব বা কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি (Uvular sound) বা জিহ্বামূলীয়-অলিজিহ্ব ধ্বনি (Radico-uvular sound) সৃষ্টি হয়। আরবী ভাষার /q/ এবং /R/ ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় এই শ্রেণীর ধ্বনি পাওয়া যায় না। মূল হিন্দী ('Core Hindi') ভাষাতেও এই ধ্বনি নেই। তবে আরবী-ফারসী থেকে গৃহীত শব্দের মূলানুগ উচ্চারণে হিন্দীতেও এই শ্রেণীর ধ্বনি শোনা যায়। জার্মান ভাষার উপধ্বনি [R] এই শ্রেণীতে পড়ে।

ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য ও ওষ্ঠ্য-তালব্য ধ্বনি (Labio-Velar and Labio-Palatal Sound) : কোনো-কোনো ধ্বনির দু'টি স্থানে উচ্চারণ-স্থান থাকে অর্থাৎ ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় একই সঙ্গে শ্বাসবায়ু দু'টি জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জাতীয় উচ্চারণকে দ্বৈত-উচ্চারণ (double articulation) বলে। এই রকমের দ্বৈত-উচ্চারণজাত দু'টি প্রধান শ্রেণী হল : ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য (Labial-velar বা Labio-velar) এবং ওষ্ঠ্য-তালব্য (Labial-Palatal বা Labio-Palatal) ধ্বনি। নীচের ওষ্ঠ (অধর) এবং জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ যখন উপরে উঠে প্রায় একই সঙ্গে যথাক্রমে উপরের ওষ্ঠ ও স্নিগ্ধ-তালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন ওষ্ঠ্য-স্নিগ্ধতালব্য (Labio-velar) বা কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলা ওয়্ /o̯/, হিন্দী ও সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব্ (ব) /w/, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার /w/ এই শ্রেণীতে পড়ে ; এগুলি অর্ধস্বর (semi-vowel)। জার্মান ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার নেই। নীচের ওষ্ঠ ও জিহ্বার সম্মুখভাগ যখন উপরে উঠে উপরের ওষ্ঠ ও শক্ততালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেয় তখন ওষ্ঠ্য-তালব্য ধ্বনির (Labio-Palatal) সৃষ্টি হয়। ভাষা-বিজ্ঞানে এই ধ্বনির চিহ্ন হল [ɥ]। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান ভাষায় এই ধ্বনি নেই। ফরাসী ভাষায় এই ধ্বনি আছে।

ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য ধ্বনি (Pharyngeal Sound) : জিহ্বামূল (root of the tongue) ঊর্ধ্বকণ্ঠের (pharynx) পশ্চাৎ-দিকের দেওয়ালে শ্বাসবায়ুকে বাধা

Scanned by CamScanner

দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য ধ্বনি (Pharyngeal Sound) বা জিহ্বামূলীয়-ঊর্ধ্বকণ্ঠ্য (Radio-pharyngeal) ধ্বনি বলে। এই শ্রেণীর ধ্বনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান বা ফরাসী ভাষায় নেই।

স্বরতন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি (Glottal or Laryngeal Sound) : স্বরতন্ত্রী দু'টি (Vocal cords/chords) পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথকে (glottis) সঙ্কীর্ণ করে বা ক্ষণকালের জন্যে একেবারে রুদ্ধ করে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে স্বরপথের ধ্বনি বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি (Gottal or Laryngeal Sound) বলে। স্বরপথ সঙ্কীর্ণ করে আংশিক বাধা সৃষ্টি করলে উষ্ম ধ্বনি হয়। যেমন—ব্যংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত হ্ /h/ ; ইংরেজী ও জার্মান /h/ এই শ্রেণীর ধ্বনি। ফরাসী ভাষায় এটি স্বনিম হিসাবে নেই। স্বরপথ ক্ষণকালের জন্যে পুরো অবরুদ্ধ হয়ে খুলে গেলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে স্বরপথজাত স্পর্শধ্বনি (glottal stop) বলে। এই ধ্বনির চিহ্ন হল=[ʔ]। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ভাষায় সাধারণত এই ধ্বনি শোনা যায় না। জার্মান ভাষায় সচেতন উচ্চারণে এই ধ্বনি শোনা যায়। যেমন—Verein /fɛrʔain/.

উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ : উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner / Nature of Articulation) অনুসারে ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগে প্রথমেই ধ্বনির উচ্চারণে বায়ুপ্রবাহের প্রক্রিয়ার (Airstream Mechanism) দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্বনিকে আমরা দু'টি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি :—(১) ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Pulmonic Airstream Sounds) এবং (২) ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Non-pulmonic Airstream Sounds)। দ্বিতীয়টির আবার দু'টি উপবিভাগ :—(ক) রুদ্ধস্বরপথ-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Glottalic Airstream Sounds) এবং (খ) স্নিগ্ধতালু-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Velaric Airstream Sounds)।

ফুসফুসের চাপের ফলে সেখান থেকে শ্বাসবায়ু যখন শ্বাসনালী, মুখ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বা ফুসফুসের আকর্ষণের ফলে শ্বাসবায়ু বাইরে থেকে যখন মুখ, শ্বাসনালী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ (Pulmonic Air-stream) (pulmonic < Lat. *pulmones*, pl. < *pulmōnis*=ফুসফুস) বলে। এই ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের গতিপথে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি

Scanned by CamScanner

করা হয় তাকে ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনি (Pulmonic Airstream Sound) বলে। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান এবং ফরাসী ভাষার সব স্বাভাবিক ধ্বনিই হল এই শ্রেণীর ধ্বনি। মুখবিবরস্থ বা ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ বায়ু-প্রবাহের সঙ্গে যখন ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগ কেটে যায় তখন মুখবিবরস্থ বা ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ বায়ুপ্রবাহকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (Non-pulmonic Air-stream) বলে। ফুসফুসের সঙ্গে ঊর্ধ্বস্থ বায়ুপ্রবাহের যোগটি দু'ভাবে দু'জায়গায় কেটে যেতে পারে : স্বরতন্ত্রীতে (vocal cords) এবং স্নিগ্ধতালুতে (velum)। যখন স্বরযন্ত্রের অন্তর্গত স্বরতন্ত্রী (vocal cords) দু'টি পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে তাদের মধ্যবর্তী স্বরপথটি (glottis) সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় তখন স্বরতন্ত্রীর উপরের শ্বাসনালী, ঊর্ধ্বকণ্ঠ (pharynx), মুখবিবর প্রভৃতির অন্তর্গত বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহের যোগটি কেটে যায় : এই অবস্থায় স্বরতন্ত্রীর ঊর্ধ্বস্থ বায়ুপ্রবাহকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (Non-pulmonic airstream) বলে। স্বরতন্ত্রী দু'টির মধ্যবর্তী স্বরপথ (glottis) বন্ধ হবার ফলে তার ঊর্ধ্বস্থ এলাকায় ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন যে বায়ুস্তম্ভ সৃষ্টি হয় তাকে স্বর-পথের উপরের বায়ুস্তম্ভ (Supra-glottal Air-column) বলে। এই সময় ঊর্ধ্বকণ্ঠের (pharynx) মধ্যে অবস্থিত ফুসফুস থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে স্বরতন্ত্রী-চালিত (Glottalic) বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি বলে। পাইক্-প্রমুখ মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ঊর্ধ্বকণ্ঠস্থ (Phayngeal) বায়ুপ্রবাহ-জনিত ধ্বনি বলেছেন। আবার, যখন জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ স্নিগ্ধতালুতে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে মুখ থেকে কণ্ঠনালী দিয়ে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয় তখন মুখগহ্বরের অন্তর্গত বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসের বায়ুর যোগ কেটে যায়। তখন মুখবিবরের সেই বায়ুকে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন মুখবিবরস্থ বায়ুপ্রবাহ (Velaric Airstream) বলে। এই ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন মুখবিবরস্থ বায়ুকে অল্পস্বল্প চালিত করে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয় তাকে স্নিগ্ধতালু-চালিত শ্বাসবায়ুর ধ্বনি (Velaric Airstream Sound) বলে। মার্কিন গোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্ববিদেরা একে Oral Sound বলেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ Oral Sound কথাটি সাধারণত অন্য এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহজাত ধ্বনি প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত : **প্রতিহত বা স্পর্শ** (Stop) ধ্বনি এবং **প্রবাহিত বা প্রবাহী** (Continuant) ধ্বনি। শ্বাস-বায়ুর যাতায়াতের পথে বাধার মাত্রাভেদ (degree of stricture/constriction) অনুসারে এই দু'টি শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছে—প্রতিহত (বা

Scanned by CamScanner

স্পর্শ বা স্পৃষ্ট) ধ্বনি (Stop/Plosive/Explosive/Mute/Occlusive) এবং প্রবাহিত বা প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি। নীচের ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক এবং উপরের ওষ্ঠ, উপরের দাঁত ইত্যাদি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে অথবা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্বাসবায়ুর গতিপথে যদি ক্ষণকালের জন্যে সম্পূর্ণ বাধা দেয় তাহলে বায়ুপ্রবাহ ক্ষণকালের জন্যে একেবারে থেমে যায়; এইভাবে বাধাপ্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন ধ্বনিকে বলে প্রতিহত (Stop) ধ্বনি; এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাধা-সৃষ্টিকারী বাগ্‌যন্ত্র দু'টি ক্ষণকালের জন্যে হলেও পরস্পরকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে বলে এইভাবে সৃষ্ট ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনিও বলে। কিন্তু শ্বাসবায়ুর গতিপথে দুটি বাগ্‌যন্ত্র মিলিয়ে আমরা যে বাধা দিই সেই বাধাটি যদি সম্পূর্ণ বাধা না হয়, অল্প একটু শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের জন্যে সঙ্কীর্ণ পথ যদি সব সময়ই খোলা থেকে যায় অথবা বাধাসৃষ্টিকারী বাগ্‌যন্ত্র দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বাধাসৃষ্টি না করে শুধু বাধার ভাবটি সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রায় বাধাহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার উচ্চারণ কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে, এই রকম ধ্বনিকে প্রবাহিত বা প্রবাহী (Continuant) ধ্বনি বলে। প্রতিহত (স্পর্শ) ধ্বনি শুধু মৌখিকই হয়। কিন্তু প্রবাহিত ধ্বনি দু'রকম: নাসিক্য ও মৌখিক। প্রতিহত ধ্বনি—বাংলা প, ফ, ব, ভ, ত, থ, দ, ধ, ট, ঠ, ড, ঢ, ক, খ, গ, ঘ / *p* p^h b b^h t t^h d d^h ʈ $ʈ^h$ ɖ $ɖ^h$ k k^h g g^h /

নাসিক্য ও মৌখিক ধ্বনি (Nasal and Oral Sounds): ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহের (Pulmonic Airstream) সাহায্যে যেসব ধ্বনির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে বায়ুপ্রবাহের গতিপথ অনুসারে প্রথমেই দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: নাসিক্য ধ্বনি (Nasal Sound) এবং মৌখিক ধ্বনি (Oral Sound): ফুসফুস থেকে যাতায়াতের পথে শ্বাসবায়ু মুখের কোনো স্থানে বাধা পেয়ে যখন নাসাপথে বেরিয়ে যায় এবং যাবার পথে নাসিকা-গহ্বরের দেয়ালে ঘর্ষিত হয়ে অনুনাসিক অনুরণন (Nasal Resonance) সৃষ্টি করে তখন যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। এই প্রকার ধ্বনির সঙ্গে একটি অনুনাসিক অনুরণন মিশে থাকে বলে এই প্রকার ধ্বনিকে বলে নাসিক্য রণিত ধ্বনি (Nasal Resonant Sound)। অনুরণন শুধু মুখবিবরে সৃষ্ট হলে মৌখিক রণিত ধ্বনির (Oral Resonant Sound) সৃষ্টি হয়। যেমন র, ল: / r l /। কিন্তু শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের সময় যদি স্নিগ্ধতালুর পিছন দিকের আলজিভের সংলগ্ন অংশটি উপরে উঠে ঊর্ধ্বকণ্ঠের পিছন দিকের দেয়ালে সংলগ্ন হয়ে যায় তাহলে নাসাপথে বায়ুর প্রবেশের দ্বারটি

Scanned by CamScanner

বন্ধ হয়ে যায়, এই অবরোধকে পশ্চাৎ-মিহতালব্য অবরোধ (Velic Closure) বলে। এই অবরোধের ফলে শ্বাসবায়ু যদি নাসাপথে প্রবেশ করতে না পেরে শুধু মুখগহ্বর দিয়ে যাতায়াত করে তবে সেই বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিকে মৌখিক ধ্বনি (Oral Sound) বলে। সুতরাং মৌখিক ধ্বনি কথাটি সাধারণত এই ব্যাপক অর্থেই প্রচলিত। জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ মিহতালুতে সম্পূর্ণ অবরোধ সৃষ্টি করে মুখবিবরস্থ বায়ুকে ফুসফুসের বায়ুপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর শুধু মুখবিবরস্থ বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনিকে পাইক্-প্রমুখ মার্কিন ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যে Oral Sound বলেছেন, সেটা অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করে মাত্র ; তাকে Oral Sound না বলে Velaric Sound বলাই ভাল। যাই হোক্, নাসিক্য বর্জিত ধ্বনির দৃষ্টান্ত হল আমাদের বর্গের পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ বাংলা ম্, ন্, ঙ্ / m n ŋ/ : হিন্দী ম্, ন্, ণ্, ঙ্ / m n ɳ ŋ / ; সংস্কৃত ম্, ন্, ণ্, ঞ্, ঙ্ / m n ɳ ɲ ŋ / ; ইংরেজী ও জার্মান ভাষার / m n ŋ/ ; ফরাসী ভাষার / m n ɲ / ইত্যাদি। বাকি সব প্রবাহিত ব্যঞ্জন ধ্বনি মৌখিক ব্যঞ্জন।

মৌখিক প্রবাহিত ব্যঞ্জন (Oral Continuant) দু'রকম হয় : আংশিক বাধাযুক্ত (With Partial Stricture) ও প্রায় বাধাহীন নৈকট্যযুক্ত (Approximants without Stricture)। আংশিক বাধাযুক্ত প্রবাহিত ব্যঞ্জন প্রধানত তিন রকম—কম্পিত (Rolled/Trill), তাড়িত (Flapped/Tap) ও উষ্মধ্বনি (Fricative/Spirant)। উষ্মধ্বনি দু'রকমের হয় : মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি আবার দু'রকমের হয় : সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ (Groove) এবং প্রশস্ত বা ফাঁকবৎ বা ফাটলাকার (Slit)। অন্যদিকে নৈকট্য-ধ্বনিও দু'ভাগে বিভক্ত : মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)।

কম্পিত ধ্বনি (Trill/Rolled) : শ্বাসবায়ু যাতায়াতের পথে জিহ্বা যদি বারবার বাধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু যদি সেই বাধা বারবার সরিয়ে দেয় তবে জিহ্বা তাতে কম্পিত হয় ; এইভাবে জিহ্বার কম্পনের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে কম্পিত ধ্বনি (Trill / Rolled Sound) বলে। যেমন বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার র্ /r/, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার /r/, জার্মান ভাষার /r/, [R] ধ্বনি।

তাড়িত ধ্বনি (Flapped/Tap) : শ্বাসবায়ুর গতিপথে জিহ্বার সম্মুখ-প্রান্ত যদি তালুকে বারবার নয়, মাত্র একবারই, টোকা দেবার মতো শুধু একটি

Scanned by CamScanner

ছুঁয়ে যায়, এবং শ্বাসবায়ু তাকে জোরে সরিয়ে দেয়—এত জোরে যে মনে হয় যেন জিভটিকে তাড়না করছে—তবে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তাকে তাড়িত ধ্বনি (Flapped/Tap) বলে। বাংলা ও হিন্দী ভাষার ড়, ঢ় /ɽ ɽʰ/ ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

উষ্ম ধ্বনি (Fricative/Spirant): ঊর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ উচ্চারক বা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে যদি শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধা ঠেলে যাতায়াত করার ফলে একটি ঘর্ষণ-ধ্বনির সৃষ্টি হয় তবে সেইভাবে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলে উষ্মধ্বনি (Fricative/Spirant)। শ্বাসবায়ুর গতিমুখ লক্ষ্য করে উষ্মধ্বনিকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: মধ্যগামী (Median) এবং পার্শ্বিক (Lateral) উষ্মধ্বনি। মুখ দিয়ে যাতায়াত করার সময় শ্বাসবায়ু যদি গলা থেকে ওষ্ঠ পর্যন্ত সোজা পথে জিভের মধ্যরেখা (median line) ধরে যাতায়াত করে তবে সেই বায়ুতে সৃষ্ট ধ্বনিকে মধ্যগামী (Median) ধ্বনি বলে। কিন্তু যদি জিভের সম্মুখ-প্রান্ত শ্বাসবায়ুকে সামনের পথে বাধা দেয় এবং শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে জিভের মধ্যবর্তী রেখা ধরে সোজা পথে যাতায়াত না করে জিভের বাঁ পাশে বা ডান পাশে বা দু'পাশেই বেঁকে যাতায়াত করে তবে সেই পার্শ্বগামী বায়ুতে সৃষ্ট ধ্বনিকে পার্শ্বিক (Lateral) ধ্বনি বলে। সব প্রতিহত বা স্পর্শধ্বনিই শুধু মধ্যগামী ধ্বনি বলে স্পর্শধ্বনিকে এভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। কিন্তু উষ্মধ্বনি পার্শ্বিক ও মধ্যগামী দু'রকম হতে পারে। পার্শ্বিক উষ্মধ্বনি সংখ্যায় খুবই বিরল। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যায়। মধ্যগামী উষ্মধ্বনি দ্বিবিধ: সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ উষ্মধ্বনি বা শিস্‌ধ্বনি (Groove Fricative/Sibilant) এবং প্রশস্ত বা ফালিবৎ উষ্মধ্বনি (Slit Fricative)। শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে জিভ যদি উপরে উঠে আংশিক বাধা সৃষ্টি করে এবং জিভের দু'ধার উঠে তার মধ্যরেখা বরাবর গোল নালীর মতো (Groove) সঙ্কীর্ণ সোজা পথ রেখে দেয়, তবে শ্বাসবায়ু সেই পথে ঘর্ষণ সৃষ্টির দ্বারা যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে সঙ্কীর্ণ বা নালীবৎ উষ্মধ্বনি বা শিস্‌ধ্বনি (Groove Fricative/Sibilant) বলে। সংস্কৃত শ্, ষ্, স্ /ʃ ʂ s/; বাংলা শ্, (স্) /ʃ/, (s); হিন্দী স্, (শ্), /s/, (ʃ); ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান /s ʃ z ʒ/ ইত্যাদি হল এই শ্রেণীর উষ্মধ্বনি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, নীচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিম্নস্থ উচ্চারক উপরের দাঁত, উপরের ওষ্ঠ ইত্যাদি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের খুব কাছাকাছি গিয়ে অথবা স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে এমন

Scanned by CamScanner

আংশিক বাধার সৃষ্টি করে যে, দুই উচ্চারকের মাঝখানে একটি পাতলা ফালির মতো (Slit) পথ খোলা থেকে যায় সেই ধ্বনিকে প্রশস্ত বা ফালিবৎ বা ফাটলাকার উষ্মধ্বনি (Slit Fricative) বলে। বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত হ্ /h/ ; ইংরেজী / θ ð f v h / ; জার্মান / f v x h / ও ফরাসী / f v / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

নৈকট্য-ধ্বনি (Approximant) : ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক ও নিম্নস্থ উচ্চারক কাছাকাছি আসার (approximation) ফলে যদি তাদের মধ্যবর্তী পথটি বেশী সঙ্কীর্ণ না হয়, তবে শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথে ঠিক বাধা সৃষ্টি হয় না, শুধু একটু বাধার ভাব থাকে, এ অবস্থায় শ্বাসবায়ুর যাতায়াতে কোনো ঘর্ষণধ্বনির সৃষ্টি হয় না ; এইভাবে সৃষ্ট ধ্বনিকে ঘর্ষণহীন প্রবাহিত ধ্বনি (Frictionless Continuant) বলে। এই প্রকার ধ্বনিকে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Approximant। বাংলায় একে বলতে পারি 'নৈকট্য-ধ্বনি'। এই নতুন অভিধাটি যিনি প্রবর্তন করেন তাঁর নিজের ভাষায় এই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া হল : 'Approximation of two articulators without producing a turbulent airstream'[৮], অর্থাৎ নিম্নস্থ উচ্চারক ও ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারক (উচ্চারণ-স্থান) পরস্পরের কাছাকাছি আসার (approximation) ফলে যখন এমন হয় যে তারা পরস্পরকে ছুঁই-ছুঁই করছে অথচ স্পর্শ করছে না, তখন তাদের মাঝখান দিয়ে শ্বাসবায়ু কোনো ঘর্ষণ-ধ্বনি সৃষ্টি না করে যাতায়াত করে, বায়ুপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি বিক্ষুব্ধ (turbulent) হয় না, তখনই নৈকট্য-ধ্বনির (Approximant Sound) সৃষ্টি হয়। (তা হলে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা এইভাবে বুঝে নেওয়া যায়—শ্বাসবায়ুর গতিপথে সম্পূর্ণ বাধা হলে স্পর্শধ্বনি, আংশিক বাধার ফলে ঘর্ষণধ্বনি শোনা গেলে উষ্মধ্বনি, আর বাধা যদি এত কম হয় যে কোনো ঘর্ষণধ্বনি শোনা যায় না অথচ মনে হয় বাধার ভাবটি রয়েছে তবে নৈকট্য-ধ্বনি (Approximant) হয়।) এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, একদমই যদি বাধা না থাকে অথবা বাধা থাকলেও ধ্বনিটি সেই বাধাজনিত ধ্বনি যদি না হয়, তবে সেইভাবে উচ্চারিত ধ্বনি হল স্বরধ্বনি। আসলে নৈকট্যধ্বনি হল উষ্ম ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির মাঝামাঝি এক রকমের ধ্বনি। আগেকার ধ্বনিবিজ্ঞানীরা যাকে 'অর্ধস্বর' বলতেন তা নৈকট্য-ধ্বনির মধ্যে পড়ে। নৈকট্য-ধ্বনি আবার দু'রকমের

Scanned by CamScanner

হয়—মধ্যগামী (Median) ও পার্শ্বিক (Lateral)। নিয়স্থ উচ্চারকের সঙ্গে ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের নৈকট্য (approximation) যখন গলা থেকে ওষ্ঠের দিকে সোজাপথে হয় এবং শ্বাসবায়ু জিহ্বার মধ্যরেখা বরাবর সোজা-পথে যাতায়াত করে তখন মধ্যগামী নৈকট্য-ধ্বনির (Median Approxi-mat) সৃষ্টি হয়। আগেকার পরিভাষায় এই মধ্যগামী নৈকট্য-ধ্বনিকেই (Median Approximant) অর্ধস্বর (Semi-vowel) বলা হত। তাহলে, যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা, নীচের ওষ্ঠ ইত্যাদি নিয়স্থ উচ্চারক স্বরধ্বনির এলাকা ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে যায় অথচ উপরের ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারককে স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুর গতিপথে পুরো বাধা সৃষ্টি করে না বা ঘর্ষণধ্বনি শোনা যাবার মতো আংশিক বাধাও সৃষ্টি করে না, অথচ শ্বাসবায়ুর যাতায়াতের পথটি স্বরধ্বনির মতো পুরো বাধাহীনও নয়, অল্প একটু আংশিক বাধা থাকে, তাকেই **অর্ধস্বর** (Semi-vowel) বলে। দু'টি উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel) হল ই, উ / i u /। এই দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ স্বভাবত যত উপরে উঠে তার চেয়েও উপরে উঠে গেলে এই স্বরধ্বনি দু'টি অর্ধস্বর হয়ে যায়—যথাক্রমে য়্ / j বা ĕ / এবং / ওয়্ /w বা ŏ /। মধ্যগামী নৈকট্যধ্বনির উদাহরণ হল বাংলা ওয়্, য়্ / ŏ ĕ /; হিন্দী ও সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব্ (ব), য়্ / w j /; ইংরেজী / w j /; জার্মান / j /: ফরাসী / w j ɥ / ইত্যাদি। ঊর্ধ্বস্থ উচ্চারকের সঙ্গে নিয়স্থ উচ্চারকের নৈকট্য যদি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠের দিকে সামনের পথে না হয়, সামনের পথে যদি সম্পূর্ণ বাধাই সৃষ্টি হয় এবং ঐ নৈকট্য যদি নিয়স্থ উচ্চারক জিহ্বার বাঁ পাশে অথবা ডান পাশে অথবা দুই পাশেই হয় এবং ঐ পাশ দিয়ে যদি শ্বাসবায়ু যাতায়াত করে তবে পার্শ্বিক নৈকট্য-ধ্বনির (Lateral Approxi-mant) সৃষ্টি হয়। বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ল্ / l /; ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান / l / ধ্বনি এই শ্রেণীতে পড়ে।

তরল ধ্বনি : র্ [r] ও ল্ [l]-কে একত্রে একটি পৃথক্ শ্রেণীতে ফেলা হয়। সেই শ্রেণীর নাম তরল ধ্বনি (Liquid)। কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানী জোন্‌স্ এই রকম একটি শ্রেণী নির্ণয়ের কোনো সন্তোষজনক কারণ আছে বলে মনে করেন না।[৯]

ঘৃষ্ট ধ্বনি (Affricate) : যদি কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাস-বায়ুর গতিপথে প্রথমে স্পর্শধ্বনির মতো পূর্ণ বাধার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষণকাল

Scanned by CamScanner

পরেই সেই বাধা ক্রমে উষ্মধ্বনির মতো আংশিক বাধায় পরিণত হয় তবে সেই ধ্বনিকে ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate Sound) বলে। সহজ কথায় ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ। ঘৃষ্টধ্বনি নানা শ্রেণীর হতে পারে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর যৌগিক উপাদানের মধ্যে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ-স্থান অনুসারে সেই শ্রেণীর নামকরণ হয়। যেমন—তালু-দন্তমূলীয় (Palato-alveolar) ঃ বাংলা ও হিন্দী চ্, ছ্, জ্, ঝ্ / cʃ cʃʰ ɟʒ ɟʒʰ /; ইংরেজী / tʃ dʒ /। দন্তমূলীয় (Alveolar) ঃ জার্মান / ts /। বাংলা ও হিন্দী ভাষার চ্, ছ্, জ্, ঝ্ ধ্বনিগুলি সূক্ষ্ম-বিচারে তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি হলেও সাধারণত এগুলিকেও তালব্য ধ্বনির মধ্যেই ধরা হয় এবং এগুলির জন্যে স্বনীমীয় প্রতিলিখনে যথাক্রমে /c cʰ ɟ ɟʰ/ চিহ্নই ব্যবহার করা হয়।

উপরে মহাপ্রাণ ধ্বনি ও ঘৃষ্ট ধ্বনির যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বোঝা যাবে যে, এই ধ্বনিগুলি বিশুদ্ধ ধ্বনি নয়, মিশ্রধ্বনি। একটি মহাপ্রাণ-ধ্বনি=একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি+হ্। তেমনি একটি ঘৃষ্ট ধ্বনি=একটি স্পর্শধ্বনি+একটি উষ্মধ্বনি। এই রকম একটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ের মধ্যে দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনি মিশ্রিত হয়ে উচ্চারিত হলে সেই ধ্বনিকে **দ্বিব্যঞ্জনধ্বনি (double consonant)** বলে। মহাপ্রাণ ধ্বনি ও ঘৃষ্ট ধ্বনি হল তার দু'টি প্রধান শাখা। উদাহরণ ঃ মহাপ্রাণ খ্=ক্+হ্ ইত্যাদি। ঘৃষ্টধ্বনি চ্=চ্+শ্ ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত ফুসফুস-সংযুক্ত বায়ুপ্রবাহ (pulmonic airstream)-জাত ধ্বনির প্রধান-প্রধান শ্রেণীর কথা আলোচনা করা হল। এর পর ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ (non-pulmonic airstream)-জাত ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আগে বলা হয়েছে ফুসফুস-বিচ্ছিন্ন বায়ুপ্রবাহ দু'রকমের হয় ঃ স্বরতন্ত্রী-চালিত (Glottalic) এবং স্নিগ্ধতালু-চালিত (Velaric)। এই দু'রকমের বায়ুপ্রবাহের প্রত্যেকটিই আবার বহির্গামী (Egressive) এবং অন্তর্গামী (Ingressive) হতে পারে এবং সেই অনুসারে ধ্বনির প্রকারভেদ হয়।

Scanned by CamScanner

সঘোষ-অঘোষ ঃ ধ্বনির প্রাথমিক দু'টি বিভাগ সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির কথা আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি (পৃঃ ২৩৫-২৩৭)। উচ্চারণ-প্রকৃতি (Manner of Articulation) অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণী বিভাগে সেই সঘোষ-অঘোষ বিভাগটির উল্লেখ ভাষাতত্ত্ববিদেরা সাধারণত করেন না ; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সেটিও উল্লেখনীয়। যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ (Voice) মিশিয়ে ধ্বনিটিকে উচ্চারণ করি সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে সঘোষ বা ঘোষবৎ ব্যঞ্জন (Voiced Consonant) বলে। আর, যে ব্যঞ্জন-ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশিয়ে দিই না তাকে অঘোষ ব্যঞ্জন (Voiceless or Breathed Consonant) বলে। পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় আমরা এই উভয় প্রকার ধ্বনির দৃষ্টান্ত বিভিন্ন ভাষা থেকে দিয়েছি। এখানে এইটুকু আবার উল্লেখ করতে পারি যে, আমাদের বর্গীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (অর্থাৎ প্, ফ্, ত্, থ্, ট্, ঠ্, চ্, ছ্, ক্, খ্) এবং (স্), শ্/ p b^h t t^h ʈ $ʈ^h$ c c^h k k^h (s) ʃ / হল অঘোষ ধ্বনি ; আর বর্গীয় বর্ণের ধ্বনিগুলির মধ্যে

Scanned by CamScanner

বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ ব্, ভ্, ম্, দ্, ধ্, ন্, ড্, ঢ্, জ্, ঝ্, গ্, ঘ্, ঙ্) এবং র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্, ওয়্, য়্ / b b^h m d d^h n ɖ $ɖ^h$ ɟ $ɟ^h$ g g^h ŋ r l h ɽ $ɽ^h$ ŏ ĕ / হল সঘোষ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ঃ উচ্চারণ-প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগে সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনির কথা। স্বরতন্ত্রী দু'টির মধ্যবর্তী স্বরপথ দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতায়াত করার সময় স্বরতন্ত্রী দু'টি পরস্পরের কাছাকাছি এসে বেশ জোরে আংশিক বাধার সৃষ্টি করলে একটি হ্ [h] ধ্বনি শোনা যায়। এই হ্[h]-কে মহাপ্রাণতা (Aspiration) বলে। যে-কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত করে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী স্বরপথে আংশিক অবরোধ সৃষ্টি করে যদি সেই মূল ধ্বনির সঙ্গে একটি হ্ [h]-ধ্বনি মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই মূলধ্বনিটিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated Sound) বলে। যেমন ক্+হ্=খ্ [k^h], গ্+হ্=ঘ্ [g^h] ইত্যাদি। কিন্তু যে ধ্বনির সঙ্গে এরকম হ্-ধ্বনি মিশে থাকে না সে ধ্বনি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated Sound)। যেমন—ক্, গ্ ইত্যাদি। শ্বাসবায়ুকেই আমরা প্রাণ বলি। মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বেশী পরিমাণে ও জোরে নির্গত হয়, এইজন্যে একে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নির্গত হয়। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি (অর্থাৎ ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, দ্, প্, ব্ / k g c ɟ ʈ ɖ t d p b /) অল্পপ্রাণ ধ্বনি ; আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি (অর্থাৎ খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্ / k^h g^h c^h $ɟ^h$ $ʈ^h$ $ɖ^h$ t^h d^h p^h b^h / মহাপ্রাণ ধ্বনি। এছাড়া ড় / ɽ / হল অল্পপ্রাণ ও ঢ় / $ɽ^h$ / হল মহাপ্রাণ ধ্বনি।

Scanned by CamScanner